হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ৯৪তম জন্মবার্ষিকী পালন

সাবেক রাষ্ট্রপতি জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ৯৪ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে কাথুলি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন জাতীয় পার্টি অস্থায়ী কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি আহবায়ক মোঃ মোসলেম আলী, জেলা জাতীয় পার্টি সদস্য সচিব আব্দুর রাজ্জাক, জেলা জাতীয় পার্টি যুগ্ন আহবায়ক মোঃ আমিরুল ইসলাম, জেলা জাতীয় পার্টি যুগ্ম আহবায়ক মোঃ নজরুল ইসলাম, জেলা জাতীয় পার্টি যুগ্ন আহবায়ক মোঃ সোহরাব হোসেন, জাতীয় তরুণ পার্টি মেহেরপুর জেলার আহবায়ক মোঃ রবিউল ইসলাম, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম পার্টি মোঃ রাসেল শেখ মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য মোঃ বজলুর রহমান, লালচাঁদ সহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

চাঁদ দেখা যায়নি, শুক্রবার রোজা শুরু

বাংলাদেশের আকাশেও রমজানের চাঁদ দেখা না যাওয়ায় আগামী শুক্রবার রোজা শুরু হবে।

বুধবার সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররমের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক শেষে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান দুলাল এ ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, দেশের আকাশে কোথাও চাঁদ দেখার খবর পাওয়া যায়নি। তাই বৃহস্পতিবার শেষ হবে শাবান মাস এবং শুক্রবার শুরু হবে রমজান।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জানান, ১৮ এপ্রিল দিনগত রাতে শবে কদর পালিত হবে।

আগের দিন মঙ্গলবার চাঁদ দেখা না যাওয়ায় সোদি আরবে বৃহস্পতিবার থেকে রোজা শুরু হবে।

সূত্র: যুগান্তর

মেহেরপুরে পবিত্র মাহে রমাদানের আগমন উপলক্ষে ইমাম সমিতির স্বাগত র্যালী

পবিত্র মাহে রমাদানের আগমন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি মেহেরপুর জেলার উদ্যোগে স্বাগত র্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে ‘আহলান সাহলান মাহে রমজান’ এই স্লোগানে জেলা কোট মসজিদ থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে পৌরসভার সামনে শেষ হয়

এসময় বক্তারা আসন্ন মাহে রমজানে সকলকে রোজা রাখার আহবান জানান এবং রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করে রোজা চলাকালীন সময়ে খাবার দোকান বন্ধ রাখার আহবান জানান।

এ র্যালীতে বাংলাদেশ ইমাম সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা রোকনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিরাজ উদ্দিন, মাওলানা শাহজালাল, মাওলানা শাহজাহান, মাওলানা জাহিদ হাসান, মাওলানা আনিছুর রহমান সহ বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্ররা উপস্থিত ছিলেন

গাংনীতে জাতীয় পতাকা দিবস পালন করেছে পথিকের পাঠশালা

গাংনীতে ৭১’এর অগ্নীঝরা দিনগুলো স্মরণ করেছে পথিকের পাঠশালা। বুধবার (২২ মার্চ) সকালে কাথুলী মোড়ে পাঠশালার পরিচালক রফিকুল ইসলাম পথিক এর সভাপতিত্বে ৭১ এর উত্তাল দিনগুলোর স্মরণানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কবি ইয়াসিন রেজা, সাবেক কমিশনার নবীরুদ্দিন, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গাংনী সভাপতি পারভেজ সাজ্জাদ রাজা প্রমুখ। পতাকা নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করে জান্নাত ফাতিমা রোজা, সীমন্তিকা দাস জয়া, তাসফিয়া জাহান রুপা, নওশীন জাহান জেবা ও তাসনিম শশী।

এসময় রফিকুল ইসলাম পথিক বলেন,” বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস ছিল উত্তাল ঘটনাবহুল মাস। মার্চ মাসের প্রতিদিনের ঘটনা-আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন চুড়ান্ত রুপ নেয়। আগামী ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে। উত্তাল মার্চকে স্বরণ করতেই গাংনীতে এই প্রথম উদযাপিত হলো জাতীয় পতাকা দিবস।

মুজিবনগরে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বিশ্ব পানি দিবস পালন

পানি বিষয়ক সমস্যা সমাধানে “পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করো”এই প্রতিপাদ্যে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ স্লোগানে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে বিশ্ব পানি দিবস।

বুধবার সকালে উপজেলার মানিকনগর গ্রামে ওয়েব ফাউন্ডেশন মুজিবনগর শাখা এর আয়োজনে, দিবসটি পালন উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালী ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন,মুজিবনগর উপজেলা প্রকৌশল অফিসের উপ সহকারী প্রকৌশলী সিহান হোসেন,ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর প্রকল্প সমন্বয়কারী (অ্যাক্সিস প্রকল্প) শাহেদ জামাল, ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর ফিল্ড মনিটর নাহিদ ফাতেমা,ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর মুজিবনগর ইউনিট ম্যানেজার ইনারুল ইসলাম,ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সি,ডি,ও-২ আব্দুল মতিন।
আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, পৃথিবীব্যাপি সুপেয় পানির সংকট ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।বর্তমানে দেশের প্রায় সকল স্হানে সুপেয় পানির সংকট রয়েছে। উপকূল অঞ্চলের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত লবনাক্ততা রয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল খরাপ্রবণ অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পানির স্তর নিচে নেমে গেছে, ফলে বছরের সব সময় যথেষ্ট পানি পাওয়া যায় না। পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও আয়রন দেখা যাচ্ছে, যা স্বাস্থ্যের জন্য বিপদজনক। এছাড়া পানিতে অদৃশ্য ভাইরাসেরও অস্তিত্ব রয়েছে, যা থেকে প্রতিদিন ডায়রিয়া, আমাশয়ের শিকার হচ্ছে অসংখ্য শিশু,নারী ও পুরুষ।

এ সংকট মোকাবেলা করে সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত হওয়া জরুরী। সারা বিশ্বের মানুষকে সচেতন ও উদ্যোগী করার জন্য জাতিসংঘ ১৯৯৩ সাল থেকে বিশ্ব পানি দিবস পালন করে আসছে ২০২৩ সালে সারাবিশ্বে পানি সংকটকে মোকাবেলা করার জন্য “পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করো” প্রতিপাদ্য করে ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস পালিত হচ্ছে।দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা গেছে, আমাদের দেশের শতকরা ৫৯ ভাগ মানুষ নিরাপদ খাবার পানি পায়। বাকি ৪১ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৭ কোটি মানুষ নিরাপদ খাবার পানি থেকে বঞ্চিত। জাতিসংঘের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশে সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণে সরকারকে বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ/তিনগুণ হারে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি আমাদেরকে পানির অপচয় রোধ করতে হবে। ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে, একইসাথে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করতে হবে। জমিতে ক্ষতিকর কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যাবহার বন্ধ করতে হবে। ময়লা পানি ও আবর্জনা দিয়ে নদী নালার পানিকে দূষিত করা চলবে না। শহরে গ্রামে সব জায়গায় ময়লা পানি ও আবর্জনা রাখার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে হবে। ব্যবহৃত পানি

পুণ্যবহারসহ প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পদক্ষেপ যত দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে, সমস্যার চিত্র পরিবর্তন তত ত্বরান্বিত হবে। দেশের সকল শিশু, নারী, পুরুষ নিরাপদ পানি পান করার সুযোগ পাবে এবং সকলের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হবে।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন এ বছর ১৫টি জেলার কর্মএলাকায় পানির সংকট মোকাবেলা করে সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণে সব স্তরের জনগণকে সচেতন ও উদ্যোগী করার জন্য বিশ্ব পানি দিবস ২০২৩ পালন করছে। আশা করা যায়, বিশ্ব পানি দিবসের অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণকারী ১৮ হাজারেরও অধিক মানুষ এ বিষয়ে সচেতন হয়ে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে উদ্যোগী হবে।

এক্সেস প্রকল্পেটি ওয়াটার- ওআরজি এর কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হো ক আয়, বাড়ুক পরিচিতি

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ইদানিং ফেসবুক আর ইউটিউব খুবই শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই মাধ্যমকে ব্যবহার করে অনেকেই পরিচিতি তৈরী করছেন সারা বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষি মানুষের মধ্যে। এই মাধ্যম দুটি ব্যবহার করে কেউ প্রবাস জীবনের খুটিনাটি, কেউ আবার খাবার, কেউ আবার দর্শনীয় স্থান অথবা ইমিগ্রেশনের আদ্যপান্ত্য তুলে ধরছেন। জনপ্রিয় এই মাধ্যম টি হয়ে উঠছে অনেকের আয়ের উৎস।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইদানিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন কানাডা প্রবাসী এক বাংলাদেশী পরিবার। ইমিপ্রেশন বা ফুড ব্লগিং নয়, তারা প্রচার করছেন লাইফ স্টাইল অথবা ট্রাভেল ব্লগিং। তাও আবার পুরোপুরি বাংলা ভাষাতেই। এই দম্পতি তাদের ক্যামেরায় তুলে আনছেন কানাডার সাসকাচোয়ান প্রদেশের সাসকাটুন শহরসহ আশেপাশের শহর ও প্রভিন্স। যেখানের থাকা বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষের যাপিত

জীবনের কাহিনী। বাংলা ভাষাভাষি মানুষের জীবন যাপনের গল্প কথা থাকছে তাদের চ্যানেলে। তাদের এই চ্যানেলে আপনি দেখবেন বিশ্বের অন্যতম আলোকিত শহর র “সাসকাটুন সাইন” “সাসকাটুন” এর প্রাকৃতিক দৃশ্য। এইসব দেখতে আপনাকে থাকতে হবে এই চ্যানেলটির সাথে। https://youtube.com/@BeautylevenCanada

কয়েকদিন আগে দেশে এসেছিলেন এই দম্পতি। প্রায় দশ বছর পর দেশে আসেন এই দম্পতি। সাথে ছিলেন তাদের একমাত্র সন্তান। সেই সময়ে আড্ডা জমে উঠে কানাডা প্রবাসী দম্পতি, ইউটিউবার বোরহান আহমেদ এবং রিজিয়া বোরহানের সাথে। দুজনেই কানাডিয়ান সিটিজেন এখন। আর দুজনেই কাজ করছেন সাসকাচুয়ান প্রভিন্স এর প্রভিন্সিয়াল Government Health এ। এই দুজনের জন্মই ঢাকায়। পারিবারিক ভাবে বিয়ে হয় ২০০৫ সালে।

বোরহান আহমেদ ধানমন্ডি স্কুল আইডিয়াল কলেজ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন। বাংলাদেশে থাকাকালীন চাকরি করেছেন বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে বিক্রয় ও বিপণন ম্যানেজার হিসেবে। রিজিয়া বোরহান হোম ইকনোমিক্স কলেজ থেকে চাইল্ড সাইকোলজিতে অনার্স মাস্টার্স সম্পন্ন করে শিক্ষকতা করতেন ঢাকার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে। বোরহান এবং রিজিয়ার সাথে কথা হচ্ছিল মোহাম্মদপুরের নবোদয় হাউজিং এ থাকা মামাতো বোন বর্নালীর বাসায়।

কেমন ছিলো আমাদের প্রবাস জীবনের শুরু, এই প্রশ্নের উত্তরে বোরহান দম্পতি জানালেন, প্রথম কয়েক বছর তারা বেশ চ্যালেঞ্জিং সময় পার করেছেন। নানা চড়াই- উতরাই পার হয়ে বর্তমানে তারা প্রভিনশিয়াল Government এর সাসকাচুয়ান হেলথ অথোরিটি (SASKATCHEWAN HEALTH AUTHORITY) তে কাজ করছেন।

সাসকাচুয়ান প্রভিন্স এর সাসকাটুন শহরে আসা এবং বসবাস করার শুরু থেকেই Bangladeshi Community Association of Saskatchewan (BCAS)এর বিভিন্ন প্রোগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন। একুশে ফেব্রুয়ারি, ফাগুন উৎসব, স্বাধীনতা উৎসব, পহেলা বৈশাখ সহ জাতীয় সব অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে কাজে অংশ নেয়ায় বোরহান এবং রিজিয়া দম্পতি বাংলাদেশী কমিউনিটির সকলের নিকট ভীষণ জনপ্রিয় ।

বর্তমানে তারা Bangladeshi Community Association of Saskatchewan (BCAS) এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া পার্টনার হিসেবে তাদের কার্যক্রম Beautyleven Canada চালিয়ে

যাচ্ছেন। Bangladeshi Students Association of University of Saskatchewan (BSAUS) এর মিডিয়া পার্টনার হিসেবেও বেশ জনপ্রিয় তারা।

ভিডিও করা, ছবি তোলা এবং সোশ্যাল মিডিয়া তা আপলোড করার ক্ষেত্রে বোরহানের বিশেষ ঝোক থাকায় করোনা কালীন সময়ে অনলাইন বিজনেস শুরু করেন ‘বিউটিলেভেন কানাডা’র মাধ্যমে। অনলাইন বিজনেস ধীরে ধীরে প্রসার হওয়ায় ইউটিউবের ভাবনাও মাথায় আসে এবং ফেব্রুয়ারি ২০২২ এ প্রথম ভিডিও আপলোড করেন। বর্তমানে বোরহান – রিজিয়া দম্পতি দুজনেই নিজেদের কাজ, সামাজিকতা আর পরিবারকে সময় দেয়ার পর বাকি সময়টা দিচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

কানাডিয়ান বাংলাদেশীদের জীবনের গল্প বোরহান দম্পতির চোখ দিয়েই দেখতে শুরু করে দর্শকরা যারা কানাডা এবং এর বাংলাদেশি কমিউনিটি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তারা দুজনেই বেশ সাবলীলভাবে তাদের লাইফ স্টাইল দেখিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। কানাডা– বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ, খাওয়া-দাওয়া আর পজিটিভ জীবন যাপনের একটা আইকন হয়ে উঠছেন অনেক বাংলাদেশী তরুণ তরুণীদের এর কাছে।

প্রায় বছরখানেক আগে খোলা বিউটিলেভেন কানাডা তাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে এখন প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি ফলোয়ার রয়েছে যা ক্রমাগত বেড়েই চলছে। বোরহান দম্পত্তির বেশ কয়েকটি কনটেন্ট দেখা হয়েছে কয়েক হাজার ঘন্টা করে। এই প্রথমবার ১০ বছর পর পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আর ফলোয়ারদের টানে বাংলাদেশে আসেন এই পরিবার। মাসখানেকের ছুটিতে ঢাকাতেই অবস্থান করছেন তারা।

ভবিষ্যতে কি করতে চান- এই প্রশ্নের উত্তরে এই দম্পতি জানালেন, তারা কনটেন্ট ক্রিয়েশনে আরও বেশি মনোযোগী হতে চান। মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান কানাডিয়ান বাংলাদেশী লাইফস্টাইল এর ধারণা। গ্লোবালাইজেশন এই যুগে বাংলাদেশের শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন জনগোষ্ঠীর একটা বিশাল অংশ যারা কানাডায় যাচ্ছেন বা যাবেন, তাদের তথ্যের একটা উৎস আর চলার পথের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকতে চান Beautyleven Canada এর কর্ণধার বোরহান আহমেদ এবং রিজিয়া বোরহান। তাদের একমাত্র সন্তান ফাইয়াজ আহমেদ জারিফ গ্রেড ১০ এ পড়াশোনা করছেন। পাশাপাশি এই বিষয়েও আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

লেখক : উন্নয়ন কর্মী

[redacted]

[redacted]

গৃহহীন থাকবে তাদেরকে এই সুবিধা দেয়া হবে বলেও ঘোষনা দেয়া হয়েছে। ঘরের কাগজপত্র ও চাবি পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তার দীর্ঘায়ু কামনা করেন উপকার ভোগি অংসংখ্য পরিবার। সেই সাথে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের প্রসংশা করেন তারা।

মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষন করে জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এর মধ্যে দিয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মনির এর সভাপতিত্বে ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আমানুল্লাহ, জেলা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি সাদিকুর রহমান, শিক্ষক সাব্বির হোসেন,হুমায়ুন কবির প্রমুখ

মেহেরপুরে সমবায় অফিসে গভর্নেন্স ইনোভেশন সভা ও বিদায় সংবর্ধণা

মেহেরপুর জেলা সমবায় বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে গভর্নেন্স ইনোভেশন সভা, মাসিক সমন্বয় সভা ও প্রকল্প সভা ও সদর উপজেলা সমবায় অফিসের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ভুলেন্দ্রনাথ মৈত্রের অবসরজনিত বিদায় বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে জেলা সমবায় কার্যালযয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবং বিকেলে বিদায় সংবর্ধণা দেওয়া হয়েছে।

জেলা সময় কর্মকর্তা জনাব প্রভাষ চন্দ্র বালার সভাপতিত্বে বিদায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা সমবায় দপ্তরের উপ সহকারী নিবন্ধক মো. এনামুল হক, গাংনী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মো. মাহবুবুল হক মন্টু, সদর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, জেলা সমবায় দপ্তরের পরিদর্শক জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, প্রশিক্ষক মো. নুরুজ্জামান, সদর উপজেলা সমবায় অফিসের সহকারী পরিদর্শক মো. সাইফুর রহমান, অফিস সহায়ক মোছা: তানজু খাতুন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা সমবায় দপ্তরের সহকারী প্রশিক্ষক রোকনুজ্জামান তুষার।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মেহেরপুরের কৃতি ফুটবলার আমিরুলের মৃত্যু

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন মেহেরপুর শহরের কাসারীপাড়ার আমিরুল ইসলাম (৫৩)।

আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩টার সময় কেপাটাউনে তিনি

মৃত্যুবরণ করেন। আমিরুল ইসলাম সংসারের উন্নতির আশায় ২০১০ সালে দেশ ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। তিনি কাসারীপাড়ার আওলাদ হোসেনের ছেলে। স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে মেহেরপুরের কাসারীপাড়ায় বসবাস করেন।

আমিরুল ইসলাম মেহেরপুর জেলা ফুটবল দলের কৃতি ফুটবলার ছিলেন। সাঁতার ও অ্যাথলেটিক্সেও তার ভালো অবস্থান ছিলো।

মরহুমের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আমিরুল ইসলামের মৃত্যুর খবর পেয়ে তার লাশ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।